"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে বাবার সন্তান, তোমরাই মালিক, তোমরা কখনো বাবার শরণ নাও নি, বাচ্চারা কখনো বাবার শরণে আসে না"

*প্রশ্নঃ - সর্বদা কোন বিষয়ের মন্থন হলে মায়া কখনো বিরক্ত করবে না ?

*উত্তরঃ - আমরা বাবার কাছে এসেছি, ইনি আমাদের বাবাও, শিক্ষকও, আবার সদগুরুও, কিন্তু তিনি নিরাকার । আমাদের মতো নিরাকারী আত্মাদের নিরাকারী বাবাই পড়ান, এই কথা বুদ্ধিতে মন্থন হতে থাকলে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে, তখন আর মায়া বিরক্ত করবে না ।

ওম্ শান্তি । ত্রিমূর্তি বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন । তিনি তো ত্রিমূর্তি বাবা, তাই না । তিনিই হলেন এই তিনের রচয়িতা, সকলের বাবা, কেননা উঁচুর থেকেও উঁচু, তিনিই হলেন বাবা । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা তাঁরই সন্তান । বাবা যেমন পরমধামে থাকেন, তেমনই আমরা আত্মারাও সেখানকার নিবাসী । বাবা এও বুঝিয়েছেন যে, এ হলো নাটক, যা কিছুই হয় তা এই নাটকে একবারই হয় । বাবাও একই বার পড়ান । তোমরা কোনো শরণাগতি নাও না । এই শব্দ হলো ভক্তির -- আমি তোমার শরণাগত । বাচ্চা কখনো কি বাবার শরণে আসে কি ? বাচ্চারা তো মালিক হয় । বাচ্চারা, তোমরা বাবার শরণে আসো নি । বাবা তোমাদের আপন করে নিয়েছেন । বাচ্চারাও বাবাকে আপন করেছে । বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে ডাকোও যে, আমাদের নিজের ঘাড়ে আমাদের নিয়ে যাও অথবা আমাদের রাজত্ব দাও । এক হলো শান্তিধাম আর এক হলো সুখধাম । সুখধাম হলো বাবার সম্পত্তি আর দুঃখধাম হলো রাবণের সম্পত্তি । পাঁচ বিকারে আটকে গেলে জীবনে দুঃখই দুঃখ । বাচ্চারা এখন জানে যে -- আমরা বাবার কাছে এসেছি । তিনি বাবাও যেমন তেমনই শিক্ষকও কিন্তু তিনি নিরাকার । আমাদের মতো নিরাকারী আত্মাদের পড়ানও নিরাকারী । তিনি হলেন আত্মাদের পিতা । এই কথা বুদ্ধিতে যদি সর্বক্ষণ মন্থন হতে থাকে তাহলেও খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । এ কথা ভুলে গেলেই মায়া বিরক্ত করে । তোমরা এখন বাবার কাছে বসে আছো তাই বাবা আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণে আসে । প্রকৃত উদ্দেশ্য তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, তাই না । স্মরণ তোমাদের শিববাবাকেই করতে হবে । কৃষ্ণকে স্মরণ করা তো খুবই সহজ কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করাই পরিশ্রমের । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । কৃষ্ণ যদি থাকে, তাহলে তাঁর প্রতি তো সকলেই চট করে আকৃষ্ট হয়ে যাবে । বিশেষ করে মায়েরা তো খুবই চান যে, আমরা যেন কৃষ্ণের মতো সন্তান পাই, কৃষ্ণের মতো পতি পাই । বাবা এখন বলছেন, আমি এসেছি, তোমরা এখন কৃষ্ণের মতো সন্তান অথবা পতিও পাবে অর্থাৎ তাঁর সমান সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সুখ প্রদানকারী তোমরা পাবে । স্বর্গ অথবা কৃষ্ণপুরীতে সুখই সুখ । বাচ্চারা জানে যে, আমরা এখানে পড়াশোনা করি কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য । সকলে তো স্বর্গকেই স্মরণ করে, তাই না । কেউ মারা গেলে বলে, অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছেন, তাহলে তো খুশী হওয়া উচিত, তালি বাজানো উচিত । নরক থেকে বেরিয়ে স্বর্গে গেছেন, এ তো খুবই ভালো হয়েছে । কেউ যখন বলবে, অমুকে স্বর্গে গেছেন, তখন বলো, কোথা থেকে গেছেন ? অবশ্যই নরক থেকে গেছেন । এতে তো খুবই খুশী হওয়ার কথা । সকলকে ডেকে প্রসাদ খাওয়ানো উচিত, কিন্তু এ তো বোঝার কথা । ওরা এমন বলবে না যে, ২১ জন্মের জন্য স্বর্গে গেছেন । কেবল বলে দেয়, স্বর্গে গেছে । আচ্ছা, তাহলে তার আত্মাকে এখানে আবার ডাকো কেন ? নরকের খাবার খাওযাতে ? নরকে তো ডাকা উচিত নয় । এই কথা বাবা বসেই বোঝান, প্রতিটি কথাই তো জ্ঞানের, তাই না । বাবাকে ডাকে, তুমি আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো, তাহলে অবশ্যই এই পতিত শরীরকে শেষ করতে হবে । সবাই যখন মারা যাবে, তখন কে কার জন্য কাঁদবে ? তোমরা এখন জানো, আমরা এই শরীর ত্যাগ করে নিজের ঘরে যাবো । এখন তা প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হচ্ছে যে, কিভাবে শরীর ত্যাগ করবে । দুনিয়াতে এমন পুরুষার্থ অল্প কয়েকজনই করে ।

বাচ্চারা, তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে, আমাদের এই শরীর পুরানো । বাবাও বলেন যে, আমি এই পুরানো জুতো রূপী এই শরীরের ধার নিই । ড্রামাতে এই রথই নিমিত্ত হয়ে আছে । এর পরিবর্তন হতে পারে না । এঁকে আবার তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে দেখবে । তোমরা তো এই ড্রামার রহস্য বুঝে গেছো, তাই না । বাবা ছাড়া কারোর মধ্যেই এই শক্তি নেই যে বোঝাতে পারে । এই পাঠশালা খুবই আশ্চর্যজনক, এখানে বৃদ্ধরাও বলবেন যে, আমরা এখানে যাই, এই ভগবানের পাঠশালায় - ভগবান - ভগবতী হওয়ার জন্য । আরে, বৃদ্ধারা কখনোই স্কুলে পড়তে যায় না । তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তোমরা কোথায় যাও ? তোমরা বলো, আমরা ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটিতে যাই । সেখানে আমরা রাজযোগ

শিখি । এমন অক্ষর শোনাও যাতে ওরা চমকিত হয়ে যায় । বৃদ্ধরাও বলবে, আমরা ভগবানের পাঠশালাতে যাই । এখানে এই আশ্চর্যের যে, আমরা ভগবানের কাছে পড়তে যাই । এমন আর কেউই বলতে পারবে না । তারা বলবে নিরাকার ভগবান কোথা থেকে এলো ? কেননা তারা তো মনে করে, ভগবান নাম - রূপ থেকে পৃথক । তোমরা এখন বুঝে কথা বলো । প্রত্যেক মূর্তির কাজ তোমরা জানো । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিববাবা, আমরা তাঁর সন্তান । আচ্ছা, এরপর সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর, তোমারা কেবল বলার জন্য বলো না । তোমরা তো গভীরভাবে জানো যে, ব্রহ্মার দ্বারা কিভাবে স্থাপনা করা হয় । তোমরা ছাড়া আর কেউই বায়োগ্রাফি বলতে পারে না । নিজেদের বায়োগ্রাফিই জানে না তাহলে অন্যদের কিভাবে জানবে ? তোমরা এখন সবকিছুই জেনে গেছো । বাবা বলেন যে বাচ্চারা, আমি যা জানি তাই তোমাদের বোঝাই । এই রাজত্বও বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারবে না । ওই লক্ষ্মী - নারায়ণ কোনো লড়াই - ঝগড়া করে এই রাজ্য পায় নি । ওখানে কোনো লড়াই হয় না । এখানে তো কতো লড়াই - ঝগড়া হয় । এখানে কতো মানুষ । বাচ্চারা, এখন তোমাদের মনে এই কথা আসা উচিত যে, আমরা বাবার কাছ থেকে দাদার দ্বারা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাচ্ছি । বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এমন নয় যে, যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাঁকেও স্মরণ করো । তা নয়, তিনি বলেন ----মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো । ওই সন্ন্যাসীরা নিজেদের ছবি নাম সমেত দেয় । শিববাবার ছবি কি দেবে ? বিন্দুর উপর নাম কিভাবে লিখবে ? বিন্দুর উপর শিববাবার নাম লিখলে বিন্দুর থেকেও নাম বড় হয়ে যাবে । এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না । বাচ্চাদের তাই খুবই খুশী হওয়া উচিত যে, শিববাবা আমাদের পড়ান । আত্মাই তো পড়ে, তাই না । সংস্কার আত্মাই সঙ্গে করে নিয়ে যায় । বাবা এখন আত্মাকে সংস্কারে ভরপুর করছেন । তিনি যেমন বাবাও, তেমনই টিচারও, আবার সদগুরুও । বাবা তোমাদের যা শেখান, তা তোমরা অন্যদেরও শেখাও, তোমরা সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করো আর করাও । তাঁর মধ্যে যে গুণ আছে, তাই তিনি বাচ্চাদেরও দেন । তিনি বলেন, আমি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর । আমি তোমাদেরও তেমন বানাই । তোমরাও সকলকে সুখ দাও । মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দিও না । সকলের কানেই এই মিষ্টি - মিষ্টি কথা শোনাও যে, তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো, এই স্মরণেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা সবাইকে এই খবর দাও যে, বাবা এসেছেন, তাঁর থেকে তোমরা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করো । সবাইকে এই খবর দিতে হবে । অবশেষে খবরের কাগজের লোকেরাও কাগজে দেবে । এ তো তোমরা জানো যে, অন্তিম সময়ে সবাই বলবে ----আহা, প্রভু তোমার লীলা ------তুমিই সবাইকে সদগতি দাও । তুমিই সবাইকে দুঃখ মুক্ত করে শান্তিধামে নিয়ে যাও । এও তো এক জাদুকরী হলো তাই না । ওদের জাদু অল্পকালের জন্য । ইনি তো ২১ জন্মের জন্য মানুষ থেকে দেবতা বানান । এই মনমনাভবের জাদুতেই তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণ হও । জাদুকর, রত্নাকর, এই সব নামই তো শিববাবার, নাকি ব্রহ্মাবাবার ? এই ব্রাহ্মণ - ব্রহ্মাণীরা সকলেই এখানে পাঠ গ্রহণ করে । তারা নিজেরা পড়ে তারপর অন্যদেরও পড়ায় । বাবা একা তো পড়ানই না । বাবা তোমাদের একসাথে পড়ান তারপর তোমরা আবার অন্যদের পড়াও । বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । সেই বাবা হলেন রচয়িতা, কৃষ্ণ তো তাঁর রচনা, তাই না । উত্তরাধিকার তো রচয়িতার থেকেই পাওয়া যায়, নাকি রচনার থেকে ? কৃষ্ণের থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না । বিষ্ণুর দুই রূপ হলো এই লক্ষ্মী - নারায়ণ । এঁরাই ছোটবেলাতে রাধা - কৃষ্ণ । এই কথাও দৃঢ়ভাবে স্মরণে রেখো । বৃদ্ধরাও যদি তীক্ষ্ণভাবে এগিয়ে যায় তাহলে উচ্চ পদ পেতে পারে । বৃদ্ধাদের আবার কিছু মমত্ব থাকে । নিজেরাই নিজেদের রচনা রূপী জালে আটকে যায় । কতো জনের স্মরণে এসে যায়, ওদের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে এক বাবার সঙ্গে জুড়ে রাখাই পরিশ্রমের । তোমাদের জীবন্মৃত হতে হবে । বুদ্ধিতে যদি একবার তীর লেগে যায়, তাহলেই ব্যস্ । এরপর যুক্তি দিয়ে চলতে হয় । এমনও নয় যে কারোর সঙ্গেই কথা বলবে না । গৃহস্থ জীবনে যদিও থাকো, সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলো । ওদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখো । বাবা বলেন ---চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম ।সম্পর্ক যদি নাই রাখো তাহলে তাদের কিভাবে ওদের উদ্ধার করবে ? তাদের প্রতি আসক্তি ছিন্ন করে কর্তব্য পালন করতে হবে । বাবাকে জিজ্ঞেস করে ---বিয়ে করবো কি ? বাবা বলেন, কেন নয়, করো । বাবা কেবল বলেন, কাম হলো মহাশত্রু, তোমরা যদি একে জয় করতে পারো তাহলে জগৎজিৎ হয়ে যাবে । সত্যযুগে সবাই নির্বিকারী থাকে । যোগবলের দ্বারা সেখানে জন্ম হয় । বাবা বলেন, তোমরা নির্বিকারী হও । এক তো এ কথা পাকা করো যে, আমরা শিববাবার কাছে বসে আছি, শিববাবা আমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছেন । এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হতে থাকে । প্রথমে সতোপ্রধান দেবী - দেবতারা আসে, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে তাঁরা তমোপ্রধান হয় । দুনিয়াও পতিত এবং পুরানো হয় । আত্মাই তো পতিত হয়, তাই না । এখানকার কোনো জিনিসেই কোনো সার নেই । কোথায় সত্যযুগের ফল - ফুল আর কোথায় এখানকার । ওখানে কোনো পচা - বাসী জিনিস থাকে না । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ওখানকার সাক্ষাৎকার করিয়ে আনন্দ দান করান । ইনি হলেন আত্মাদের পিতা, যিনি তোমাদের পড়ান । আত্মাই তো এই শরীরের দ্বারা পাঠ গ্রহণ করে, নাকি শরীর ? আত্মার এক শুদ্ধ অহংকার থাকে, আমিই এই অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি, স্বর্গের মালিক হচ্ছি । স্বর্গে তো সবাই যাবে, কিন্তু সকলের নাম তো আর লক্ষ্মী - নারায়ণ হবে না, তাই না । উত্তরাধিকার আত্মাই পেয়ে থাকে ।

এই জ্ঞান একমাত্র শিববাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না । এ তো ইউনিভার্সিটি, এখানে ছোটো বাচ্চা, যুবক সকলেই পড়াশোনা করে । এমন কলেজ কোথাও দেখেছো ? ওরা তো মানুষ থেকে ব্যারিস্টার, ডাক্তার ইত্যাদি হয় । তোমরা এখানে মানুষ থেকে দেবতা হও । তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের টিচার এবং সদগুরু, তিনি আমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন । তারপর আমরা আমাদের পড়া অনুসারে সুখধামে এসে পদ পাবো । বাবা তো তোমাদের সত্যযুগকে কখনোই দেখেন না । শিববাবা জিজ্ঞেস করেন - আমি কি সত্যযুগ দেখি ? শরীর দিয়েই তো দেখতে হয়, তাঁর তো নিজের শরীরই নেই, তাহলে কিভাবে দেখবেন ? বাচ্চারা, এখানে তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা বলেন, দেখেন যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই পুরানো । শরীর ছাড়া তো কিছুই দেখা যায় না । বাবা বলেন যে, আমি পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে এসে তোমাদের পবিত্র বানাই । আমি স্বর্গ তো দেখিই না । এমনও নয় যে কারোর শরীরে লুকিয়ে দেখে আসি । তা নয়, আমার পার্টই নেই । তোমরা কতো নতুন নতুন কথা শোনো । তাই এখন তোমাদের এই পুরানো দুনিয়াতে মন লাগানো উচিত নয় । বাবা বলেন, তোমরা যতো পবিত্র হবে, ততই উঁচু পদ পাবে । এই সমস্তই স্মরণের যাত্রার বাজী । লৌকিক যাত্রায়ও মানুষ পবিত্র থাকে, তারপর যখন ফিরে আসে তখন অপবিত্র হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত । তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের বাবার থেকে এই অসীম জগতের অর্থাৎ স্বর্গের অবিনাশী আশীর্বাদ গ্রহণ করি, তাই আমাদের তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে । বাবার স্মরনেই সতোপ্রধান হতে হবে । আমাদের উপর ৬৩ জন্মের জং লেগে রয়েছে, তা এই জন্মেই দূর করতে হবে, আর কোনো সমস্যা নেই । বিষ পানের যে খিদে থাকে, তাই ত্যাগ করতে হবে, এর চিন্তা তো করোই না । বাবা বলেন যে, এই বিকারেই তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে দুঃখী হয়ে আছো । কুমারীদের জন্য দুঃখ হয় । বায়োস্কোপে গেলেও খারাপ হয়ে যায়, এতেই নরকে চলে যায় । যদিও বাবা বলেন, দেখলে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু তোমাদের দেখে অন্যেও যেতে থাকবে, তাই তোমাদের যাওয়া উচিত নয় । ইনি হলেন ভাগীরথ । ভাগ্যশালী রথ যিনি নিমিত্ত হয়েছেন এই ড্রামাতে নিজের রথকে ধার হিসাবে দিতে । তোমরা বুঝতে পারো, বাবা এনার মধ্যে আসেন, ইনি হলেন হুসেনের ঘোড়া । ইনি তোমাদের সবাইকে সুখদায়ী করেন । বাবা নিজেই সুখদায়ী, কিন্তু তিনি এই রথ নিয়েছেন । ড্রামাতে এর পার্ট এমনই । এখন আত্মারা যারা কালো হয়ে গেছে তাদের স্বর্ণ যুগের বানাতে হবে ।

বাবা সর্বশক্তিমান নাকি ড্রামা ? এই ড্রামার মধ্যে যে সব অভিনেতা আছে, তারমধ্যে সর্বশক্তিমান কে ? শিববাবা । তারপর রাবণ । অর্ধেক কল্প হলো রামরাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য । প্রতি মুহূর্তে বাবাকে লেখে যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাই । আমরা উদাস হয়ে যাই । আরে, আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি, তাহলে তোমরা উদাস কেন থাকো ? পরিশ্রম তো করতেই হবে, তোমাদের পবিত্র হতে হবে । এমনিই কি তিলক দিয়ে দেওয়া হবে ? নিজেই নিজেকে রাজতিলক দেওয়ার উপযুক্ত বানাতে হবে -- জ্ঞান আর যোগের দ্বারা । তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে তোমরা নিজেই তিলকের যোগ্য হয়ে যাবে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - শিববাবা আমাদের মিষ্টি বাবা, টিচার এবং সদগুরু । তিনি তোমাদেরও খুবই মিষ্টি করে গড়ে তোলেন । তোমরা জানো যে, আমরা অবশ্যই কৃষ্ণপুরীতে যাবো । প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর ভারতকে অবশ্যই স্বর্গে পরিণত হতে হবে । তারপর আবার তা নরকে পরিণত হয় । মানুষ মনে করে, যারা ধনবান, তাদের জন্য এখানেই স্বর্গ, আর গরীবরা নরকে আছে, কিন্তু এমন কিছু নয় । এখানে নরকই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বায়োস্কোপ হলো নরকে যাওয়ার রাস্তা, তাই বায়োস্কোপ দেখবে না । স্মরণের যাত্রায় থেকে পবিত্র হয়ে উচ্চ পদ নিতে হবে, এই পুরানো দুনিয়াতে মন লাগাবে না ।

২) মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দেবে না । সকলের কানেই মিষ্টি - মিষ্টি কথা শোনাতে হবে, সবাইকে বাবার স্মরণ করাতে হবে । বুদ্ধিযোগ এক বাবার সঙ্গেই জুড়তে হবে ।

বরদানঃ- স্মৃতির সুইচ অন করে সেকেন্ডে অশরীরী স্থিতির অনুভবকারী প্রীত বুদ্ধি ভব

যেখানে প্রভুর প্রতি প্রীত আছে সেখানে অশরীরী হওয়া এক সেকেন্ডের খেলার সমান। যেরকম সুইচ অন করতেই অন্ধকার সমাপ্ত হয়ে যায়। এইরকম প্রীত বুদ্ধি হয়ে স্মৃতির সুইচ অন করো তাহলে দেহ আর দেহের দুনিয়ার স্মৃতির সুইচ অফ হয়ে যাবে। এটা হল সেকেন্ডের খেলা। মুখ থেকে বাবা বলতেও টাইম

লাগে কিন্তু স্মৃতিতে নিয়ে আসতে টাইম লাগে না। এই বাবা শব্দই হল পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাওয়ার জন্য আত্মিক বম্ব।

স্লোগানঃ- দেহভানের মাটির বোঝা থেকে ঊর্ধ্বে থাকো, তাহলে ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে যাবে।

অব্যক্ত ঈশারা - সত্যতা আর সভ্যতারূপী কালচারকে ধারণ করো

সত্যতার পরখ হল সংকল্প, বাণী, কর্ম, সম্পর্ক-সম্বন্ধে সবকিছুতে দিব্যতার অনুভূতি হওয়া। কেউ বলে যে আমি তো সদা সত্য বলি কিন্তু বাণী বা কর্মে যদি দিব্যতা না থাকে তাহলে অন্যদের কাছে তোমার সত্য, সত্য মনে হবে না এইজন্য সত্যতার শক্তি দ্বারা দিব্যতাকে ধারণ করো। যদি কিছু সহ্য করতেও হয়, ঘাবড়ে যাবে না। সত্য সময় অনুসারে নিজে থেকেই প্রমাণিত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;